উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব

# বিশেষ ক্রোড়পত্র

জনকল্যাণে রাজস্ব

প্রকাশনায়ঃ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) বিভাগ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# জাতীয় ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ, ২০১৬

## ০৯-১৫ ডিসেম্বর জাতীয় ভ্যাট সপ্তাহ

## ১০ ডিসেম্বর জাতীয় ভ্যাট দিবস

ভ্যাট দিচ্ছে জনগণ, দেশের হচ্ছে উন্নয়ন ■ ভ্যাট দিয়ে গড়ব দেশ, বাংলা হবে সোনার দেশ ■ জাতীয় ভ্যাট দিবস ২০১৬

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৩
০৯ ডিসেম্বর ২০১৬

### বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ১০ ডিসেম্বর 'জাতীয় ভ্যাট দিবস-২০১৬' এবং ০৯-১৫ ডিসেম্বর 'জাতীয় ভ্যাট সপ্তাহ-২০১৬' অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই উপলক্ষে আমি দেশের সম্মানিত করদাতাসহ রাজস্ব আদায় ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বৈশ্বিক নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও এদেশের জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার বিগত সাত বছর ধারাবাহিকভাবে ছয় শতাংশের ওপর বিদ্যমান। আমাদের মাথাপিছু আয় বাড়ছে, দারিদ্রের হার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত করতে সরকার বাস্তব ও জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এই সকল উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিতে সম্মিলিত উদ্যোগের পাশাপাশি বিপুল অর্থের যোগান নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

অভ্যন্তরীণ রাজস্বই মূলত অর্থনীতির প্রাণ। সরকারের বাজেট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য রাজস্ব অনিবার্য উপাদান। দেশের রাজস্ব ভান্ডার সমৃদ্ধ করতে মূলত মূসক (ভ্যাট), সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক ও আয়কর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ভ্যাট প্রদানে জনগণকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি সরলীকরণ করার জন্য সরকার রাজস্বনীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির আওতায় এনেছে। ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে দেশে একটি রাজস্ববান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হবে বলে আমার বিশ্বাস।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে রাজস্ববান্ধব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জাতীয় ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ আয়োজন করে প্রথাগত রাজস্ব প্রশাসনে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। আমি দেশ ও জনগণের স্বার্থে প্রত্যেক নাগরিককে যথাযথভাবে প্রযোজ্য ভ্যাট প্রদান করে তাঁদের নৈতিক ও নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাই।

করদাতাগণ সঠিকভাবে ভ্যাট প্রদান করলেই 'ভ্যাট দিচ্ছে জনগণ, দেশের হচ্ছে উন্নয়ন' এই শ্লোগান সার্থক হবে। সর্বোচ্চ ভ্যাট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করার উদ্যোগ অন্যদেরও রাজস্ব প্রদানে উৎসাহিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

জাতীয় ভ্যাট দিবস-২০১৬ ও ভ্যাট সপ্তাহ-২০১৬ সফল হোক, এ কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ আবদুল হামিদ

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৩
০৯ ডিসেম্বর ২০১৬

### বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ বছর ১০ ডিসেম্বর 'জাতীয় ভ্যাট দিবস, ২০১৬' এবং ০৯-১৫ ডিসেম্বর 'জাতীয় ভ্যাট সপ্তাহ, ২০১৬' উদ্‌যাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত।

সরকারের 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়ন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রের কাতারে দাঁড় করানোর প্রত্যয়ে সরকার বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আধুনিকায়নসহ করনীতি সমূহ সময়োপযোগী করা হচ্ছে। সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বহুগুণে বৃদ্ধি করা আবশ্যক। যার সিংহভাগ যোগান দেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনস্থ মূল্য সংযোজন কর, শুল্ক ও আয়কর বিভাগ।

আগামী ১লা জুলাই থেকে নতুন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ কার্যকর হলে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর একটি সহজ, স্বচ্ছ ও ব্যবসা-বান্ধব মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা যাতে যথাযথভাবে ভ্যাট প্রদানে আগ্রহী হয় সেজন্য সরকার তাদের স্বল্পমূল্যে ইলেকট্রনিক ক্যাশ রেজিষ্ট্রার (ইসিআর) মেশিন সরবরাহ করার উদ্যোগ নিয়েছে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে দ্বি-পাক্ষিক উন্নয়নমূলক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে এবং স্থলপথে আন্তঃদেশীয় আঞ্চলিক সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এতে দক্ষিণ এশিয়ায় উপ-আঞ্চলিক বাণিজ্য প্রসার লাভ করবে এবং দেশে সার্বিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ঘটবে।

সরকারের প্রাপ্য ভ্যাট যথাযথভাবে সরকারী কোষাগারে যথাসময়ে, স্বচ্ছতার সাথে পরিশোধকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে পূর্বের বছরগুলোর মত সর্বোচ্চ ভ্যাট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ বছরও জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সম্মাননা সনদ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করদাতাগণ ভ্যাট প্রদানে উৎসাহিত হবে। ভোক্তা পর্যায়ে সর্বোচ্চ ভ্যাট প্রদানকারি ব্যক্তিকে নগদ প্রণোদনা দেওয়ার বিষয়টি সরকার বিবেচনা করছে।

আমি 'জাতীয় ভ্যাট দিবস, ২০১৬' ও 'জাতীয় ভ্যাট সপ্তাহ ২০১৬' উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয়বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি

সভাপতি
অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৩
০৯ ডিসেম্বর ২০১৬

### বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ১০ ডিসেম্বর জাতীয় পর্যায়ে 'ভ্যাট দিবস, ২০১৬' এবং ০৯-১৫ ডিসেম্বর 'ভ্যাট সপ্তাহ, ২০১৬' উদ্‌যাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেশের সম্মানিত করদাতাদের এবং মূল্য সংযোজন কর প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ক্রমান্বয়ে উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য অধিকতর রাজস্ব আদায় অপরিহার্য। 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' প্রবর্তনের মাধ্যমে সরকার আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা ও কর প্রশাসন গড়ে তুলতে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে রাজস্ব প্রশাসনে যে সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তাতে ভ্যাট প্রদান সহজতর হবে এবং ভ্যাট আদায়ে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে, যা রাজস্ব আদায়ে কাঙ্খিত অগ্রগতি নিশ্চিত করবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সম্মানিত করদাতাগণ তথা সকল নাগরিক নতুন ভ্যাট আইন সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করার সুযোগ পাবেন। একই সাথে ভ্যাট কর্মকতা-কর্মচারীদের সাথে সম্মানিত করদাতাগণের মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ ঘটবে এবং এতে উভয়ের সম্পর্ক আরো সৌহার্দপূর্ণ হবে বলে আমি মনে করি।

আমি 'জাতীয় ভ্যাট দিবস, ২০১৬' ও 'জাতীয় ভ্যাট সপ্তাহ, ২০১৬' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক এমপি

সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৩
০৯ ডিসেম্বর ২০১৬

### বাণী

'ভ্যাট দিচ্ছে জনগণ, দেশের হচ্ছে উন্নয়ন'-এ শ্লোগানকে সামনে রেখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে ১০ ডিসেম্বর 'জাতীয় ভ্যাট দিবস' ও ০৯-১৫ ডিসেম্বর ২০১৬, 'ভ্যাট সপ্তাহ' ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহরে ৭ দিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করছে। 'জাতীয় ভ্যাট দিবস' ও 'ভ্যাট সপ্তাহ' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমি দেশের সম্মানিত সকল করদাতা এবং ভ্যাট ও শুল্ক বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্বাবলম্বী বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ৭৬, নম্বর আদেশ বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমরা স্বাবলম্বী হব, সকলে কর দেব'। এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে ১৯৯১ সালের ১ জুলাই থেকে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট ব্যবস্থা চালু হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০১০ সাল থেকে 'জাতীয় ভ্যাট দিবস' পালন করে আসছে। এ দিবস উদ্‌যাপনের লক্ষ্য হলো, 'সুশাসন ও উন্নততর আধুনিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' অনুসরণ করে স্বনির্ধারণী এবং স্বেচ্ছা প্রতিপালনীয় কর ব্যবস্থা হিসেবে ভ্যাটকে সম্মানিত করদাতাদের কাছে সহজবোধ্য করা, ভ্যাট প্রদানে করদাতাদের উদ্বুদ্ধকরণ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং করদাতাদের সঙ্গে ভ্যাট কর্মকর্তাগণের সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে করদাতা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি করে সরকারি বাজেটের আকার ও আয়তন বৃদ্ধি করা।

বিনিয়োগ ও উন্নয়নের অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের 'রোল মডেল'। উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে সমৃদ্ধ রাজস্ব ভান্ডার। একইভাবে বলা যায়, 'রাজস্ব উন্নয়নের অক্সিজেন'। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ২ লক্ষ ৩ হাজার ১৫২ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ভ্যাট আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ৭৪,১১৪ কোটি টাকা যা মোট রাজস্বের ৩৬.৪৮ ভাগ। সম্মানিত করদাতাগণের আন্তরিক সহযোগিতা ও ভ্যাট কমকর্তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের জিডিপি-রাজস্ব অনুপাত ছিল মাত্র ৫.৫৭ শতাংশ। এই অনুপাত বর্তমানে প্রায় ১০.৪ শতাংশ। এই প্রবৃদ্ধির পেছনে রাজনৈতিক নির্দেশনার পাশাপাশি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও অবদান অনস্বীকার্য।

সরকারের 'রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১' এর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাকে আধুনিকীরণের জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভ্যাট ব্যবস্থার সংস্কারের অংশ হিসেবে নতুন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে- যা আগামী ১ জুলাই ২০১৭ তারিখে কার্যকর হবে। উক্ত নতুন ভ্যাট আইনে একক করহার প্রয়োগ হবে এবং পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন বাস্তবায়ন করা হবে। পরিপূর্ণ নিরীক্ষাধর্মী এ কর ব্যবস্থা করদাতা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

সম্মানিত করদাতাগণের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও অংশীজনদের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং সহযোগিতায় সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সততা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে পালন করে আমরা রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হবো। পাশাপাশি আমরা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সম্মানিত করদাতাগণের জন্য সেবাধর্মী এবং জবাবদিহিতামূলক একটি শক্তিশালী আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াসে কাজ করছি। 'জাতীয় ভ্যাট দিবস' ও ভ্যাট সপ্তাহ'র মত সারা বছর উৎসবমুখর পরিবেশে সম্মানিত করদাতাগণ যেন ভ্যাট সেবা পেতে পারেন আমাদের সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

'জাতীয় ভ্যাট দিবস' ও 'ভ্যাট সপ্তাহ-২০১৬' সুন্দর, সার্থক এবং কর-বান্ধব হোক এ কামনা করি।

(মোঃ নজিবুর রহমান)

## জাতীয় ভ্যাট দিবস ২০১৬ এর প্রতিপাদ্য

**'ভ্যাট দিচ্ছে জনগণ দেশের হচ্ছে উন্নয়ন'ঃ**

এ শ্লোগান নিয়ে ১০ ডিসেম্বর দেশব্যাপী আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হচ্ছে 'জাতীয় ভ্যাট দিবস'। ২০১০ সাল থেকে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নির্দেশনায় এ দিবস পালিত হয়ে আসছে। 'উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব'র সবচেয়ে বড় খাত এখন 'ভ্যাট'। ভ্যাট বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিই ভ্যাট দিবসের মূল লক্ষ্য। সম্মানিত করদাতা ও ভ্যাট কর্মকর্তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে ভ্যাট বিষয়ক সমস্যাসমূহ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান, তথ্য আদানপ্রদানের মাধ্যমে বিদ্যমান দূরত্ব নিরসন এবং দেশে করসংস্কৃতি সমৃদ্ধকরণ এ দিবসের অন্যতম উদ্দেশ্য। ইতঃপূর্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিবছর ১০ জুলাই 'জাতীয় ভ্যাট দিবস' এবং ১০-১৬ জুলাই 'ভ্যাট সপ্তাহ' পালন করেছে। ১০ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি নতুন 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' এ সম্মতি প্রদান করেন। সরকার এ দিনটিকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে ১০ ডিসেম্বর 'জাতীয় ভ্যাট দিবস' এবং ০৯-১৫ ডিসেম্বর 'ভ্যাট সপ্তাহ' উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

**বৈশ্বিক উন্নয়ন নীতি**

বিশ্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত শিক্ষিত ও সুখী-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। এজন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ রাজস্ব। ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবা ডিক্লারেশনে জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০১৫ সালে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। এর মধ্যে অন্যতম হলো ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত একটি উন্নত সমাজ ও পরিবেশ ব্যবস্থা, যাতে পৃথিবীর সকলের কল্যাণ নিশ্চিত হবে। জাতিসংঘ ঘোষণার সাথে সংগতি রেখে উন্নয়ন অর্থায়নের লক্ষ্যে আমরা অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণকে অগ্রাধিকার ঘোষণা করেছি।

**বাংলাদেশের উন্নয়ন লক্ষ্য**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং যথাযথ পরিকল্পনায় বাংলাদেশ এখন নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশ। সরকার ইতিমধ্যে রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goal-SDG) অর্জন এবং রূপকল্প-২০৪১ নির্ধারণ করে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আলোকে উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করেছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে দারিদ্র বিমোচনসহ কাংখিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য প্রয়োজন বিপুল বিনিয়োগ, আইনের সংস্কার ও কর্মসংস্থান। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উন্নয়ন ও বিনিয়োগে অর্থায়নের জন্যে Domestic Resource Mobilisation এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আহরণের বিষয়টি অত্যন্ত সুচারুরূপে নিশ্চিত করছে। পরোক্ষ কর 'ভ্যাট' হলো এনবিআর আহরিত সম্পদের সবচেয়ে বড় উৎস। উন্নয়ন ও রাজস্ব- একটি অপরটির পরিপূরক। রাজস্ব হলো 'উন্নয়নের অক্সিজেন'।

**রাজস্ব আহরণ**

এ বছর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ২ লক্ষ ৩ হাজার ১৫২ কোটি টাকা। তিনটি প্রধান খাত আয়কর, শুল্ক ও ভ্যাট থেকে এ রাজস্ব আহরিত হয়। এই তিন খাত থেকে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে নির্মিত হচ্ছে সরকারের পদ্মা সেতু, পায়রা বন্দর, রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মেট্রো রেল, কর্ণফুলী টানেল, উড়াল সেতু, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটসহ বহু মেগা প্রকল্প।

**ভ্যাট কী**

ভ্যাট হলো ভোক্তা কর (Consumption Tax)। এটি স্বনির্ধারণী, স্বয়ংক্রিয় বৈজ্ঞানিক কর ব্যবস্থা। বর্তমান বিশ্বে এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় ও কার্যকর পরোক্ষ কর। প্রায় ১৪০টি দেশে এ ব্যবস্থা চালু আছে। এটি উৎপাদন-সরবরাহ চক্রের যে পর্যায়ে যতটুকু মূল্য সংযোজিত হয় কেবল সেই পর্যায়ে ততটুকু সংযোজিত মূল্যের উপর আরোপিত হয়। ভোক্তার দিক থেকে তার ক্রয় মূল্যের উপর ভ্যাট আরোপিত হয়। যেমন, কোনো একটি পণ্য ১০০০ টাকায় ক্রয় করে ১৫০০ টাকায় বিক্রয় করা হলে ঐ পণ্যটি ক্রয়ে ১০০০ টাকায় ১৩০.৪৩ টাকা ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত ছিল। পণ্যটি ১৫০০ টাকায় বিক্রয় করলে এর মধ্যে ১৯৫.৬৫ টাকা ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকবে (হিসাব ঃ ১৫০০ X ১৫/১১৫)।

**বাংলাদেশে ভ্যাট প্রবর্তন ও প্রভাব**

বাংলাদেশে ১৯৯১ সালের ১ জুলাই ভ্যাট ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। সময়ের ব্যবধানে বর্তমানে জাতীয় কোষাগারে ভ্যাট সর্বাধিক অবদান রাখছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহান জাতীয় সংসদে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেন, "রূপকল্প-২০২১ কে সামনে রেখে ২০০৯ সালে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে আমাদের অভিযাত্রা শুরু হয়"। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সে অভিযাত্রায় অংশগ্রহণকারী একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। মাননীয় অর্থমন্ত্রী আরো উল্লেখ করেন "আমাদের লক্ষ্য হলো জাতীয় রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করে সরকারি বাজেটের আকার ও আয়তন বৃদ্ধি করা। প্রায় ষোল কোটি মানুষের দেশে লাখ তিনেক কোটি টাকার বাজেট মোটেই পর্যাপ্ত নয়"।

**বাংলাদেশের উন্নয়নে ভ্যাটের অবদান**

রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ কে সামনে রেখে ২০০৯ সালে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে বর্তমান সরকারের অভিযাত্রা শুরু হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সে অভিযাত্রায় অংশগ্রহণকারী একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান ঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গত দুই অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে অতিরিক্ত রাজস্ব আহরণ করেছে।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মোট সংগ্রহ ছিল ১,৫৫,৫১৮.৭২ (১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫১৮ দশমিক সাত দুই) কোটি টাকা। এর মধ্যে ভ্যাট খাতে সংগৃহীত হয় ৫৬,০৮০.৬৬ কোটি টাকা, যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মোট রাজস্বের শতকরা ৩৬.০৬ ভাগ।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব সংগ্রহের মোট লক্ষ্যমাত্রা ২ লক্ষ ৪২ হাজার ৭৫২ কোটি টাকা। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয়েছে ২ লক্ষ ৩ হাজার ১৫২ কোটি টাকা।
- ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংগ্রহ ছিল ১৬৬.৩০ কোটি টাকা, এর মধ্যে আবগারি রাজস্ব ৫৯.১৮ কোটি টাকা।
- ১৯৯১ সালে ভ্যাট ব্যবস্থা চালুর পর ১৯৯১-৯২ সালে আবগারি ব্যবস্থার স্থলে ভ্যাট প্রবর্তন হয়। এ খাতে সংগৃহীত হয় ১৭৩৫.২৭ কোটি টাকা।
- ১৯৯১ সালে জিডিপি-রাজস্ব অনুপাত ছিল মাত্র ৫.৫৭ শতাংশ; জিডিপি-রাজস্ব অনুপাত বেড়ে বর্তমানে প্রায় ১০.৪% শতাংশ।

**ভ্যাট আহরণে ভোক্তা সাধারণের অংশগ্রহণ**

ভ্যাট আদায়ে জনসাধারণকে অনলাইনে ও অফলাইনে সম্পৃক্ত করার সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এনবিআর। ভ্যাট বিষয়ক জিজ্ঞাসা ও অভিযোগ ভোক্তা/করদাতাগণ তাৎক্ষণিক অনলাইনে এনবিআর ভ্যাট কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছেন ও ভোক্তাগণ একজন ক্রেতা/ভোক্তা, খাবার দোকান, রেস্তোরা, হোটেল, সুপার শপে ঢুকে কিছু কেনার পর তার সন্দেহ বা যথার্থ মনে না হলে তিনি এনবিআরের ওয়েবসাইট বা ফেসবুক পেইজ/ভ্যাট চেকার এ্যাপস এ ঢুকে তার অভিযোগ/বার্তা জানাচ্ছেন। এনবিআর সেটা আমলে নিয়ে কাজ করছে। এনবিআরের কর্মকান্ডে জনসাধারণ/ভোক্তাগণকে সম্পৃক্তকরণ পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে ঃ

**ওয়েবসাইট ঃ** জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট (www.nbr.gov.bd) রয়েছে। এখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ খুব সহজে Log on করে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সহজে সংগ্রহ করছেন।

**VAT Checkers' Apps দিয়ে BIN (Business Identification Number) যাচাই ঃ** এখন ভ্যাট গোয়েন্দাকে তথ্য দিয়ে ভ্যাট ফাঁকি ধরিয়ে দিচ্ছে জনসাধারণ। বুয়েট ও এমআইএসটির জুবায়ের হোসেন, আসিফ হোসেন তূর্যসহ কয়েকজন মেধাবী ছাত্র মিলে VAT Checkers' Apps তৈরি করে। ক্রেতা/ভোক্তারা এই Apps এর মাধ্যমে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর (BIN) যাচাই করে এটি যথাযথ নাকি ভুয়া তা তাৎক্ষণিকভাবে ভ্যাট গোয়েন্দা ও ভ্যাট অফিসকে জানিয়ে দেয়। ফলে ফাঁকিবাজ পণ্য ও সেবা বিক্রেতাদের ভ্যাট ফাঁকিরোধ ও ফাঁকির সুযোগ কমে যায়।

**ফেসবুক পেইজ ঃ** জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ফেসবুক পেইজে বর্তমানে প্রায় ৩৫ হাজার অংশীজনের জিজ্ঞাসার জবাব দেয়া এবং অভিযোগের উপর ব্যবস্থা নেয়া হয়।

**VAT Intelligence মূসক গোয়েন্দা ফেসবুক পেইজ ঃ** ভ্যাট নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর পরিচালিত এই পেইজে প্রায় ৮৭ হাজার অনলাইন অংশীজনের Likes রয়েছে। এই পেইজের ইনবক্সে পাওয়া অভিযোগের উপর প্রায় দেড় শতাধিক অভিযান চালিয়ে দেড়শ কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি উদঘাটন ও মামলা দায়ের করা হয়। এছাড়া, এতে ভ্যাট বিষয়ক নানা রকম প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়।

**VAT Online Project ফেসবুক পেইজ ঃ** ভ্যাট বিষয়ক অনলাইন অটোমেশনসহ বিভিন্ন ধরনের জিজ্ঞাসার জবাব প্রদানসহ নতুন ভ্যাট আইনের উৎকৃষ্ট দিকগুলো প্রচারের জন্য এই পেইজ কাজ করে।

**National VAT Day ফেসবুক পেইজ ঃ** জাতীয় ভ্যাট দিবস উপলক্ষে গণমানুষকে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে 'জাতীয় ভ্যাট দিবস' নামক একটি নতুন ফেসবুক পেইজ চালু করা হয়েছে। উক্ত পেইজে প্রায় ৪০ হাজারের মতো Likes রয়েছে।

**VAT Smart ধারণার প্রবর্তন ঃ** ভ্যাট সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে VAT Smart চালু করা হয়েছে। ভ্যাট স্মার্ট এর অন্যতম স্লোগান হলো 'কেনার সময়ে চালান লয়, ভ্যাট স্মার্ট তারেই কয়'।

**Partnership Dialogue ও রাজস্ব সংলাপ ঃ** নতুন ভ্যাট আইন ও এর সুবিধা নিয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করার জন্য দেশের বিভাগ/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে এমসিসিআই ও ডিসিসিআই এর সাথে পার্টনারশীপ ডায়ালগ ও রাজস্ব সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবসায়ী প্রতিনিধিগণকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়া, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার অংশীজন (Stakeholder) দের সাথেও পার্টনারশীপ ডায়ালগ করছে এনবিআর।

**ভ্যাটশিক্ষণ ফোরাম ঃ** করদাতা ও স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতনতার জন্য VAT Education Forum (VEF) চালু করা হয়েছে। এছাড়া, ইতিমধ্যে জাতীয় ভ্যাট দিবস-২০১৬ উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

**ভ্যাট ব্যবস্থার সংস্কার ও আধুনিক আইন প্রণয়ন**

বাংলাদেশে ভ্যাট ব্যবস্থা সংস্কারের অব্যা